অনুবাদকের ভূমিকা

তখন ২০০৯ সাল। 'কমিউনিকেশন এন্ড রিলেশনশীপ' এই বিষয়ের ওপর একটি আলোচনা করবো বলে পড়াশোনা শুরু করি। এ বিষয়ে আমার যেহেতু কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না তাই আমার প্রিয় বন্ধু সাইয়্যেদ আরিফ হুসাইনের সহযোগিতা কামনা করি। তিনি আমাকে ইমেইলে দুটো পিডিএফ বই পাঠিয়েছিলেন (আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন!)। একটার নাম এখন মনে পড়ছে না, আরেকটার নাম ছিল 'টক লেস, সে মোর'।

রাতে মেইল চেক করে বই দুটি নামিয়ে পড়া শুরু করি। বই দুটি আমাকে এতোবেশি প্রভাবিত করে যে, পরবর্তী সাতদিন পর্যন্ত আমার চিন্তার জগতে অন্যকিছু স্থান পায়নি। এখানেই শেষ নয়, বই দুটি পড়া শেষে নোট করে বক্তব্যের আউট-লাইনও রেডি করে ফেলি। পরদিন এবিষয়ে বক্তব্য দিয়ে বাসায় ফিরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার পুরো তিন/চার দিন বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। আল-হামদুলিল্লাহ, বক্তব্যটি সফল হয়েছিল: সবার মনে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল।

বই দুটিতে এমন কী ছিল, যা আমার চিন্তার জগতে ঝড় তুলেছিল? এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোনো উত্তর হয়তো তখন আমার জানা ছিল না। তবে আমার আজকের মূল্যায়ন বলে: বই দুটোতে তিনটি চমক ছিল, যা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধরে রাখতে পেরেছিল:

- বিষয়টি ছিল খুব কমন আর দৈনন্দিন জীবনে এর গভীর আবেদন ছিল।
- লেখার ভাষা ছিল সহজ সাবলীল, সুবিন্যস্ত: ফলে এ বিষয়ে নতুন যেকেউ বিষয়টি সহজে বুঝতে সক্ষম ছিল।
- উপস্থাপনা ছিল এমন, যেন লেখক পাঠকের সাথে মন্থর গতিতে কথা বলছেন।

সূচিপত্র

হাদীস ০১	একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করুন	১৭
হাদীস ০২	আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করুন	২৫
হাদীস ০৩	নিজেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলুন	৩১
হাদীস ০৪	ক্ষতি থেকে বিরত থাকুন	৩৭
হাদীস ০৫	লক্ষ্য অর্জনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন	৪৩
হাদীস ০৬	সাদাকাহ করুন	৪৯
হাদীস ০৭	সর্বাবস্থায় ইতিবাচক প্রত্যাশা করুন	৫৭
হাদীস ০৮	প্রতিটি মিনিটের মূল্যায়ন করুন	৬৩
হাদীস ০৯	ভুল থেকে শিক্ষা নিন	৬৯
হাদীস ১০	ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করুন	৭৫
পরিশিষ্ট	পরিশিষ্ট	৮৩

নিঃসন্দেহে এ হাদীসটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও আলোচিত হাদীসগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি। এই হাদীসটি নিয়ে গ্রন্থ লেখা শুরু করা বিশেষজ্ঞদের প্রায় রীতিতে পরিণত হয়েছে, এর কারণও রয়েছে। এটি আলোচনা আর প্রায় সকল বিষয়ে প্রয়োগের দিক দিয়ে সর্বজনীন, যা সেলফ-হেলপকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের প্রথমেই নিজেদের জিজ্ঞাসা করে নেয়া দরকার যে, আমরা আত্মোন্নয়নে আগ্রহী কেন? আমাদের উদ্দেশ্য কী? আমাদের লক্ষ্যসমূহ কি মহৎ, নাকি স্বার্থপর?

আমাদের লক্ষ্যসমূহ কি কেবলই পার্থিব, নাকি এর ব্যাপ্তি পরকালীন জীবন পর্যন্ত সুদূর বিস্তৃত? আমার আত্মোন্নয়নে কারা লাভবান হবেন-কেবলই আমি, নাকি সার্বিকভাবে উম্মাহ?

একজন প্রকৃত মুসলিম স্বার্থপর নয়, অথবা সে কেবল তার প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। একজন মুসলিমের দৃষ্টি হবে বিস্তৃত এবং তার লক্ষ্য হবে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। যেকোনো লক্ষ্য নির্ধারণে আমাদের এই নিচের শর্তসমূহ পূরণ করা উচিত:

- লক্ষ্যটি অবশ্যই হালাল হতে হবে।
- লক্ষ্যটি অবশ্যই কল্যাণকর হতে হবে।
- লক্ষ্যটি অবশ্যই কারো জন্যে ক্ষতিকর হওয়া যাবে না।

লক্ষ্যটিতে উল্লেখ নেই।

- ❀ অর্জনযোগ্য নয়:
  কারণ লক্ষ্যটিতে কোনো-কিছুই সুনির্দিষ্ট নয়।

- ❀ বাস্তবসম্মত নয়:
  কারণ লক্ষ্যটি বাস্তবায়নের জন্যে কোনো পরিকল্পনা নেই।

- ❀ সময় নির্ধারিত নয়:
  কারণ কতোটুকু সময়ের ব্যবধানে এটি বাস্তবায়িত হবে?
  তা লক্ষ্যটিতে অনুপস্থিত।

পক্ষান্তরে আদর্শ লক্ষ্য নির্ধারণের (S.M.A.R.T. goal) দৃষ্টান্ত হলো:

> “আমার বর্তমান ওজন ১০০ কেজি,
> নিয়মমাফিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের
> মাধ্যমে আমি আগামী ৩ মাসের
> ব্যবধানে ৩০ কেজি ওজন কমাতে চাই।”

কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে। তাদের লক্ষ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য: সহজ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত ও সময় নির্ধারিত।

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবশ্যই হালাল হতে হবে। আমরা জীবনে এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি না, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন: